বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা

প্রান্তিক জেলেদের উপর প্রভাব পর্যালোচনা

মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা:
সম্পদ বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক ও স্বীকৃত উপায়

- নির্দিষ্ট সময়ে নিষেধাজ্ঞা ৪৯% ইলিশ উৎপাদন বাড়িয়েছে
- বিশ্বজুড়ে কার্যকর বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে স্বীকৃত
- পাশ্ববর্তী দেশগুলো এটিকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছে
- কিছু উদ্যোগ এটি অধিকতর কার্যকর করতে পারে

মাছ ধরায় সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা

- বঙ্গোপসাগরে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ছিল ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা
- নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিলো সকল ধরনের মাছ ধরা
- প্রায় ৪ লাখ নিবন্ধিত জেলে পরিবারকে চাল দেওয়া হয়েছে
- ১২টি উপকূলীয় জেলায় নিবন্ধনের বাইরে আছে প্রায় দ্বিগুণ
- অক্টোবরে ইলিশ ধরায় ২২ দিনের একটি নিষেধাজ্ঞা

মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা: প্রান্তিক জেলেদের সংগ্রাম

উপকূলীয় জেলা ভোলা, কক্সবাজার এবং বরগুনায় ২৫টি এফজিডি বা বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করা হয়, অংশ নিয়েছেন প্রায় ২৫০ জন জেলে, মৎস্যশ্রমিক, নৌকা মালিক, আড়ৎতার সহ অনেকে

প্রান্তিক জেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

- অনেকের জেলের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়
- অনেকে দাদনের টাকা নিয়ে তা ফেরত দিতে পারেননি
- অভাবের কারণে কেউ কেউ দিনমজুরীর মতো অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন
- কেউ কেউ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান
- অনেকে স্থানীয় এনর্জিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু ও ছাগল পালন করছেন

প্রান্তিক জেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

- নৌকা মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে পারেননি অনেকে
- ট্রলার মালিকরা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি
- মৎস্য আড়ৎ/ঘাটে কর্মরত শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন
- বরফ কলের মালিক/শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন
- বাচ্চাদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম

প্রান্তিক জেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

- নৌকা মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে পারেননি অনেকে
- স্বাস্থ্য ব্যয় মেটানো অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে
- কার্ডধারী জেলেদের ৪০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে
- চাল সহায়তা অপ্রতুল, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে প্রয়োজন হয় মাসে ৬০ কেজি
- কেউ কেউ জমিজমা বন্ধক রেখে সংসারের খরচ চালিয়েছেন
- কেউ কেউ বাড়ির কাজ করে, হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগল বিক্রি করেও সংসার চালিয়েছেন
- রমজানে নিষেধাজ্ঞা হওয়ায় সংসার চালানো অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ছিল

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ট্রলার মালিকরাও

- একজনের দুটি ট্রলারে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল গতবার
- দুই মাস আয় না থাকায় ৭ লক্ষ টাকার ট্রলার ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন
- একজন নৌকা মালিক জেলেদেরকে আগাম দেওয়া ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ফেরত পাননি
- ঋণ শোধ করার জন্য ১৩ লক্ষ টাকার ট্রলার ট্রলার মাত্র ৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন

দুটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

- ইলিশ নিষেধাজ্ঞার আওতায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি
- কোন জেলেই মাছ ধরতে পারে না, ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন শুধু ইলিশ ধরা জেলেরা
- কারেন্ট জালের উৎপাদন এখনো বন্ধ করা যায়নি
- চাল বিতরণ করার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবেচনা করা হয় না
- অনেক জেলেই বিকল্প আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছে না

Contents lists available at ScienceDirect
Marine Policy
journal homepage: www.elsevier.com/locate/marpol

Economic incentives for sustainable hilsa fishing in Bangladesh: An analysis of the legal and institutional framework

Md Monirul Islam, Essam Yassin Mohammed, Liaquat Ali

Md Monirul Islam (DU), Essam Yassin Mohammed (IIED), Liaquat Ali: (BCAS) Economic incentives for sustainable hilsa fishing in Bangladesh: An analysis of the legal and institutional framework, Marine Policy, June 2016

দুটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

- জেলে পরিবারগুলোর মধ্যে আমিষের ঘাটতি দেখা যায়
- শিশুদের শিক্ষা ব্যহত হয়
- অর্থ যোগান দিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে ৬০-১২০% সুদে ঋণ নিতে হয়
- জেলেদের গড় মাসিক আয় ৬০০০ টাকা, অথচ ঋণ ২০০০ থেকে ৬০০০০ , ঋণ শোধ করতে পারছে না
- ৪৮% জেলে দিনমজুরি, ২২% অবৈধ ভাবে মাছ ধরে এবং ১০% স্থান ত্যাগ করে
- ৪০ কেজি চাল পাওয়ার কথা থাকলেও, অনেকে ২৫-৩২ কেজি চাল পান
- বরাদ্দকৃত চাল বিতরণে আছে দীর্ঘসূত্রিতা

Md. Nahiduzzaman, Md. Monirul Islam, And Md. Abdul Wahab, Impacts of Fishing Bans for Conservation on Hilsa Fishers' Livelihoods

নিষেধাজ্ঞাকালীন ক্ষতিপূরণ: ভারতের উদাহরণ

- ভারতের উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারও এপ্রিল-জুন দুই মাস সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে
- উভয় রাজ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র মাছ ধার যান্ত্রিক ট্রলারগুলোর জন্য, সাধারণ জেলেদেরকে রাখা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে
- তামিলনাড়ু সরকার নিষেধাজ্ঞা কালীন সময়ে প্রতি জেলেকে ৫০০০ রুপি করে অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে।

Fishing ban compensation: Tamil Nadu govt deposits Rs 83.5 crore in fishermen's bank accounts

Shanmughasundaram J | TNN | Updated: Jun 16, 2019, 21:37 IST

সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় নজর দিতে হবে আরও কিছু বিষয়ে

- সমুদ্রে ও নিকটবর্তী নদীর মোহনায় দূষণ বন্ধ করা প্রয়োজন
- তেলবাহী জাহাজডুবি, বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক ও অন্যান্য দূষণ চলছেই
- বড় বড় ট্রলার ক্ষতিকর জাল দিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরছে
- বিদেশি জেলেদের অনুপ্রবেশের ঘটনাও নিয়মিত

BBC NEWS | বাংলা

মূলপাতা | খবর | অডিও | ভিডিও | ফটো গ্যালারি

মাছ ধরায় ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা: এ সুযোগে বাংলাদেশের সাগরে মাছ ধরেছে ভারতীয়রা, অভিযোগ দক্ষিণের জেলেদের

সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় নজর দিতে হবে আরও কিছু বিষয়ে

- বিগত ৩-৪ বছরে সুন্দরবন, হালদা ও ফেনী নদীতে ১৫ লাখ লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ে
- প্রতিবছর প্রায় ৬ হাজার টন প্লাস্টিক বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হচ্ছে
- উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া বিভিন্ন ময়লা আর্বজনার ৬০% হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য
- উপকূল দূষিত হওয়ার জন্য দায়ী বাণিজ্যিক জাহাজ, বিভিন্ন রনের ফেরি, এবং তেলবাহী বিভিন্ন জাহাজ
- বড় বড় ট্রলার অতি ক্ষুদ্র জাতের মাছসহ সমুদ্রের তলদেশের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ তুলে নিয়ে আসে

মৎস্য সম্পদের পরিমাণ জানতে হবে আগে

- ২০১৬ সালের আগে সামুদ্রিক মৎস্য নিয়ে জরিপ কার্যক্রম বন্ধ ছিল প্রায় তিন দশকের মতো!
- সমুদ্র এলাকায় কোন অংশে কী মাছ রয়েছে, মাছের মজুদ কী ধরনের, সে সম্পর্কেও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রয়োজন

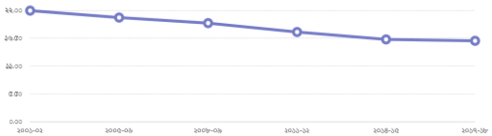

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে সামুদ্রিক মৎস্য খাতের অবদান, % হিসেবে অবদান কমছে

সুপারিশ: গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা বাড়াতে হবে: বন্ধ করতে হবে মাছ ধরার ক্ষতিকর উপায়গুলো:

- আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার সক্ষমতা রয়েছে মাত্র ২৪৭টি জাহাজের
- উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরছে ৩০ হাজার ২০০ যান্ত্রিক ও ২৭ হাজার ৭০০ অযান্ত্রিক নৌকা
- এসব নৌযান ও সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমুদ্রের সর্বোচ্চ ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ সম্ভব।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করে গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা যায়
- বড় ট্রলারগুলোকে ৪০ মিটার কম গভীরতার মাছ ধরা থেকে বিরত রাখতে হবে
- বড় ট্রলারগুলোর ক্ষতিকর/নিষিদ্ধ জাল বা বটম ট্রলিং ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

সুপারিশ: আটকাতে হবে বিদেশী জাহাজগুলোকেও

- বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন পার্শ্ববর্তী দেশে নিষেধাজ্ঞা না থাকায় এখানে এসে মাছ ধরে, এটা বন্ধ করতে হবে
- দরিদ্র ও প্রান্তিক জেলেদেরকে নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখতে হবে
- বঙ্গোপসাগরে জাহাজশিল্প, বিদেশি জাহাজের দূষণ ইত্যাদির উপর পরিবেশগত জরিপ করা প্রয়োজন
- নদীপথে প্লাস্টিক ও অন্যান্য দূষণ হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- দেশে সার্বিকভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে

সুপারিশ: প্রয়োজন সরাসরি নগদ আর্থিক অনুদান

- জেলে পরিবার প্রতি ভাতা ন্যূনতম ৮০০০ টাকা করতে হবে
- উপকূলের সকল জেলে ও মৎসশ্রমিককে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে
- বৃহৎ জেলে, নৌকার মালিক, মহাজন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলে,মৎসশ্রমিকদের আলাদা করতে হবে
- জেলেদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে
- আর্থিক সহায়তা ব্যংক হিসাবে বা মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি বিতরণ করতে হবে
- নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার অন্তত ১৫ দিন আগেই অনুদান নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশঃ সহজলভ্য করতে হবে অর্থ প্রাপ্তিঃ প্রয়োজন বিকল্প আয়ের উৎস্য তৈরি

- জেলে সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচি প্রয়োজন
- ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নীতিগত সহায়তা দিতে হবে
- সকল মা্ছ ধরার নৌকার নিবন্ধন করতে হবে
- নিবন্ধন প্রক্রিয়া উপজেলা পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হবে
- জেলেদের জন্য বিকল্প আয়ের নিশ্চিত করতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিতে হবে
- জেলে পরিবারের নারী সদস্যদেরকেও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে
- জেলে পরিবারের সন্তানদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

সবাইকে ধন্যবাদ: বিস্তারিত আলোচনায় আমন্ত্রণ